COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

প্রাচীন প্রাচ্য বৈদিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব

পৃথিবীর সভ্যতার প্রথম অরুণোদয়ের পরিচয় পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ ও জাতি অজ্ঞানের তমিস্রায় ঘুমায়ে অচেতন, তখন জ্ঞানের দীপশিখা এই ভারতই একমাত্র জ্বালিয়েছিল। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তাঁদের কাব্যে ঘোষণা করিয়াছেন —

"দিয়াছ মানবে জগত জননী দর্শন উপনিষদে দীক্ষা।
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিক্ষা কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা।"

এবং

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামরব তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ও ধর্ম কত কাব্য কাহিনী।"

সত্যই বিস্ময়ের আশ্চর্য লাগে যে সেই সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কত উন্নত ছিল এবং আমরা আজও জ্ঞানে অজ্ঞানে সেই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ও ধারক। সেই প্রাচীনতম বেদমন্ত্রে যে সভ্যতা কথঞ্চিৎ অভিব্যক্ত হয়েছিল, তা কতদিনে এবং কি প্রকারে ভারতবর্ষে উহার বিকাশ পরিণতির মত ভারতবর্ষে রচিত প্রাচীনতম বেদমন্ত্রগুলি খৃষ্টপূর্ব ২৫০০ থেকে ২০০০ সাংবৎসরের মধ্যে রচিত হয়েছিল। মধ্যে ম্যাক্সমূলার তাঁর 'বৈদিক ধর্ম' গ্রন্থে বলেছেন বৈদিক সভ্যতা কত প্রাচীন তা নির্দিষ্ট করে বলা অসম্ভব নয়। অতএব এরূপ প্রাচীনতম বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক।

বাবিলোনিয়ান ও বৈদিক সংস্কৃতি ⟹ বাবিলোনিয়ার ঐতিহাসিক যুগ যে ন্যূনকল্পে খৃষ্ট পূর্ব ৫০০০ বৎসর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল, তা সুনিশ্চিত। কেননা ওই সময়ের রাজাদের নাম পর্যন্ত জানতে পারা গেছে। এই সভ্যতার অভ্যুদয়ের বহুকাল পূর্বে যে সুমেরিয়ান জাতির স্থিতি ছিল বাবিলোনে লেগি (Kengi) সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত, তারা জাতিতে আর্য না হলেও আর্যদের ভাষা ও সংস্কৃতি লাভ করেছিল বলে এডওয়ার্ড হিঙ্কস, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। তখন এই সিদ্ধান্ত উপহসিত হলেও বর্তমানে তা যথাযথ বলে স্বীকার করা হয়েছে। খৃষ্টপূর্ব ২৮০০

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

সংবৎসরের যে 'কাশ' জাতি বাবিলোন হাম্মুরাবির বংশধরকে উচ্ছেদ করে রাজ্যস্থাপন করেছিল — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, এরা জাতিতে অনার্য হলেও আর্য সভ্যতা দ্বারা নবশক্তি লাভ করেছিল। এই কাশদিগের দেবতাদের 'সুরিয়স্' ঠিক সূর্য অর্থে পাওয়া যায়, বামন এবং উচ্চারণ সম্পূর্ণরূপে 'সূর্য:' শব্দের অনুরূপ। ইরানী কেলীয়রা তাদের ভাষায় আর্যভাষাকে প্রাদেশিক বিকৃতি করতে লিখেছিল, এখানে সেই প্রাদেশিক বিকৃতি নেই। কাশেরা যে বাবিলোনের বহুদূর পূর্ব প্রদেশ থেকে এসে দেশ জয় করেছিল, একথা বাবিলোনের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সুপ্রসিদ্ধ Sayce সাহেব বলেছিলেন যে, অতি প্রাচীন আসীরিয় চিত্র-লিপিতে 'সূর্য্যকে' মিত্র নামে পাওয়া যায়। এই জাতিরও নাম মূলত অসুরদের দেবতা 'অসুর' হতে। 'অসুর' সমার্থি দেবতা অর্থে যাঁহাতি বৈদিক শব্দ। ইরানীয় ভাষা থেকে যদি এর উৎপত্তি হত, তাহলে অসুর হতো 'অহুর' হত। হিব্রুদের এই কথা একদিন সত্য হলেও, বর্তমান Hommel এবং Delitzsch আবিষ্কার করেছেন যে, প্রাচীন সুমেরিয়ান ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বাবিলোনিয়ার জাতির ভাষায় ২০০ এমন শব্দ পাওয়া যায়, যাদের ধাতু আর্য শব্দ হতে উৎপন্ন।

প্রাচীন মিতানি জাতি ও বৈদিক সংস্কৃতি => মিসর দেশের 'তেল্-এল্-আমর্ণা' নামক স্থানে যে লিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার থেকে জানা যায় যে, অন্তত পক্ষে খৃষ্ট পূর্ব ১৫০০ সংবৎসরে গ্রসিয়া মাইনরের 'মিতানি' নামক স্থানে যে রাজারা রাজত্ব করতেন তাদের নামকরণ বৈদিক ভাষা থেকে নিতেন। এবং তাঁহারা বৈদিক দেবতাও পূজা করতেন। ইহাদের নামের বর্ণবিন্যাসেও ইরানীয় প্রাদেশিকতা নেই। কাজেই এই প্রাচীন জাতি সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ভারতের আর্যসভ্যতা লাভ করেছিল। মিতানির রাজা অর্তুতম, অর্তসু-বর প্রভৃতি মিসর রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল, তাই মিতানির রাজকুমারীদিগের প্রভাবেই মিসরের রাজপরিবারে উন্নত দেবতাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (Rogers History of Babylonia)। 'তেল্-এল্-আমর্ণা' আবিষ্কারের কিছুদিন পরে Cappadocia প্রদেশে 'Boghaz Kyoi' নামক স্থানে Winekler যে লিপি আবিষ্কার করেছিলেন, তা লিপি পণ্ডিতসমাজে অনেক তর্কবিতর্ক রয়েছে। ঐ লিপিতে

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

সেরূপ বর্ণবিন্যাসে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য বা অশ্বিনী-কুমারদ্বয় লিপিবদ্ধ হয়েছে, তাতে সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, মিতান্নিতে সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় বৈদিক ধর্ম ঠিক ভারতীয় ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। 'র' ফলার পূর্ববর্তী কাল স্বরকে দীর্ঘ করে পরের লিপিতে লিখিত 'মিত্র' কথাটি 'মি+র্+ত্র' রূপে লিখিত আছে। বেদের মন্ত্রে যেমন মিত্র এবং বরুণ শব্দদ্বয় যুক্ত স্থানেও ঠিক একইরকম যুক্ত আছে। 'ইন্দ্র' শব্দটি 'ইন্+দ্+র' রূপে লিখিত আছে। বৈদিক যে মন্ত্র অতি প্রাচীন, তার দলা বিচার করে দেখলেই বোঝা যায় যে, সেখানে 'ইন্দ্র' শব্দের পরিবর্তে 'ইন্দর' রয়েছে।

বৈদিক যুগে অর্বাচীন যুগের মতো জটিল সন্ধির নিয়ম ছিল না, কেননা বর্তমানের মতো সন্ধি করলে অনুচ্চারিত ধ্বনির পতন হত। উপরুক্ত লিপি ভাষাবাদী বোঝানো যেতে পারে, পদ-ছন্দের নিয়মানুসারে ১৯টি অক্ষর পাই না। পদপাঠে আছে— 'বসু ঽ অদ্য ইন্দ্রস্য প্রশস্তিঃ'। আবার কোথাও কোথাও 'প্রশস্তি' স্থলে 'প্রেষ্ঠ' রয়েছে। সেখানে একেবারে দুইটি syllable বা অক্ষর কম। ই. ডি আর্নল্ডের ছন্দানুসারে বৈদিক পাঠ অবলম্বন করলে কুশলী ছন্দের গোলমাল হয় না। তাতে কেবল ইন্দ্রস্থানে ইন্দর করিলে ১৯টি অক্ষরই পাওয়া যায়। সেটি প্রাচীন বৈদিকে মন্ত্রে পাওয়া যায় — 'বসু ঽ অদ্য ইন্দরস্য প্রশস্তিঃ'। ইন্দ্র ভারতের অতি প্রাচীন দেবতা। তাই বৈদিক মন্ত্রে 'সুত্র' (৩য় মণ্ডল, ৪২,৯) এবং 'প্রাচীপতি' রূপে ইন্দ্র পরিচিত। এ থেকে বোঝা যায় যে, মিতান্নি রাজ্যে বৈদিক দেবতা পূজাপদ্ধতির প্রভাব বর্তমান।

প্রাচীন হিট্টাইট বা হিতান্নি এবং বৈদিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব

১৯০০ সালে জার্মানির পুরাতত্ত্ববিদ ডঃ হুগো উইনক্লার মাইনারের বোঘাজকোই নামক স্থানে খননকার্যের ফলে একটি প্রাচীন শিলালেখ উদ্ধার করেন। যার থেকে প্রমাণিত হয় যে— পশ্চিমী এশিয়ার এই স্থানে এক সময় প্রাচীন দুই জাতির নিবাস ছিল। এই দুই জাতি হল হিতান্নি ও মিতান্নি, এই দুই রাজ্য জাতির রাজা পারস্পরিক কলহে লিপ্ত থাকতেন। কলহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সন্ধি করেন। যে সন্ধিতে তারা পরস্পর লিঙ্গদের দেবতাদেরকে সাক্ষী করেন। হিতান্নি জাতির দেবতাদের সঙ্গে সাথে মিতান্নি জাতির মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র এবং নাসত্য প্রভৃতি দেবতাও উল্লিখিত হয়। এছাড়াও মিতান্নির রাজা

COMPILED & CIRCULATED BY
TUMPA JANA(ASSISTANT PROFESSOR)
DEPT. OF SANSKRIT
NARAJOLE RAJ COLLEGE

মাত্তিউজা হিত্তনির রাজা সুব্বি-লুলিউমার কন্যাকে বিবাহ করেন, এই সময়ই এই দুর বৈদিক দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়।

কাসসাইট ও বৈদিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব => আর একটি সূর্যপূজক আর্যজাতির সাথে আমি প্রাচ্যে পরিচয় হয়। ইহারা হল কাসসাইট, খৃষ্ট পূর্ব অষ্টাদশ থেকে একাদশ শতকে কাসসাইট নামক আর এক আর্যজাতি ব্যাবিলনে রাজত্ব করতেন বলে জানা যায়। এদের প্রধান দেবতা সূর্যদেব (শুর্যাস)। মারুত্তাস ছিলেন বায়ুর দেবতা (প্রাতমারুত) এরা উত্তরে – মিতান্নী জাতীয় আর্যদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন – এতে কোন সন্দেহ নেই। এদের রাজাদের মধ্যে কতকগুলি নাম পাওয়া গেছে – কাদাশমান, কাস্টিলিয়াস, কুরিগাল্জুস ইত্যাদি। কাসসাইটরা ছিল মিতান্নী জাতীয়। ব্যাবিলন রাজ্যের যখন বিলুপ্ত ঘটে তখনই সুযোগ বুঝে এরা ব্যাবিলনে অনুপ্রবেশ করে। ইহারা সবিতৃদেব-তাকে অর্থাৎ বৈদিক সবিতৃদেবকে সূর্য নামে অভিহিত করে পূজা করত। কাসসাইটদের ভারতীয় মারুত ও গ্রীক কোরিয়াস ছিল অন্য দেবতা।

উপরি উক্ত পর্যালোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রাচীন বিভিন্ন জাতি তথা বিভিন্ন দেশের মধ্যে বৈদিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব উপলব্ধ হয়। যারা কোন না কোন আর্য ভারতীয় আর্যজাতির সংস্পর্শে এসেছিল।